শ্রবণ জনিত বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি (Hearing Impairiment)

শ্রবণ প্রতিবন্ধী তাদেরই বলা হয়, যারা স্বাভাবিক শ্রবণে অক্ষম। শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থার (Hearing Impairment) অনেক সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাজন পদ্ধতি রয়েছে। প্রচলিত দুটি শব্দ দ্বারা Hearing Impairment বোঝা হয়, যেমন— বধির (deaf) এবং কানে কম শোনা (hard of hearing)।

Hallahun এবং Kauffian (1991) -এর মতানুসারে যে সকল শিশু কোনরূপ ধ্বনি শুনতে পায় না। অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রাবল্য বা তীক্ষ্ণতা (intensity) শব্দ অবধি (Loudness) শুনতে পায় না তাদের বধির বা deaf বলে। অন্য শ্রবণ হীনতাকে কানে কম শোনা শিশু বা ব্যক্তি (hard hearing) বলে।

শ্রবণ ক্ষমতা sensitivity মাপা হয় ডেসিবল (decibels) দ্বারা (শব্দের তীক্ষ্ণতার একক)। শুন্য ডেসিবল (o db) নির্দেশ করে সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতা যুক্ত লোকের ক্যছে সবচেয়ে ক্ষীণতম শব্দকে। প্রত্যেক ডেসিবল (db) নির্দেশ করে, ব্যক্তির শ্রবণ অক্ষমতা কত ডিগ্রী।

Brill, McNeil এবং Newman (1986) শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (Hearing Impairment) বধিরতা এবং কানে কম শোনা (hard of hearing) পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের সংজ্ঞানুসারে,— ১)hearing impairment একটি generic term যা অল্পমাত্রা থেকে বেশী (mild) মাত্রায়

(profound) শ্রবণজনিত বাধাগ্রস্ত অবস্থা (hearing impariment) হতে পারে। এর দ্বারা কানে কম শোনা অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বধিরতা পর্যন্ত বোঝায়। ২)বধিরতা (Deafness) বলতে কোন একন বধির ব্যক্তি যার শ্রবণ অক্ষমতার জন্য শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র (Hearing aid) ছাড়া ভাষাগত নির্দেশ অনুধাবন বা বুঝতে অসুবিধা হয়।

একজন কানে কম শোনা ব্যক্তি (hard of hearing) সাধারণত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করে ভাষাগত বা মৌখিক নির্দেশ গ্রহণ করতে অনেকটা সক্ষম। শ্রবণ জনিত অক্ষমতা অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষকদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। শিশুর ভাষার বিকাশ দেরিতে হওয়ার (Language delay) সঙ্গে শ্রবণ অক্ষমতা (hearing loss) বিশেষ সম্পর্কযুক্ত খুব কম বয়সে শিশুর শ্রবণ অক্ষমতা (hearing loss) শিশুর ভাষার বিকাশের উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এইজন্য এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা বারংবার যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন সেগুলি হল- ★congenitally deaf (যার বধিরতা জন্ম থেকে) এবং ★Advertiously deaf (যার বধিরতা জন্মের পর যে কোন সময় থেকে)। অন্য দুইটি শব্দের ব্যবহার হয় সূক্ষ পরিভাষায় (Prelingual deafness) জন্মের সময় শ্রবণ অক্ষমতা ছিল অথবা জীবনে প্রথম ধাপে ভাষা ও কথোপকথন উন্নতির সময় শ্রবণ অক্ষমতাটি ঘটেছে। এবং Postlingual deafness (কথা ও ভাষা বিকাশের কোন স্তরে বধিরতা ঘটেছে)।

The persons with Disability (PWD) Act 1996 defines hearing impairment as loss of 60 decibels or more in better ear in the conversational range of frequencies

শ্রুতি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি

৩. শ্রুতি প্রতিবন্ধী:- *সাধারণত শ্রুতি প্রতিবন্ধী বলতে বুঝায় শারীরিক ক্ষতির ফলে স্বাভাবিক সীমায় শুনার এবং ভাষাগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের অক্ষমতা। শিক্ষাগত দৃষ্টি ভঙ্গিহতে বলা যায়, শ্রুতি প্রতিবন্ধী হলো এমন একটি অক্ষমতা বা বাচনিক প্রকাশ ভঙ্গি হতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। শিখন প্রক্রিয়ায় বাচনিক যোগাযোগের ও ভাষায় গুরুত্ব অত্যধিক হওয়ার কারণে শ্রুতি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয় না। এসব শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিশেষ উপকরণ। শিক্ষাগত দিক হতে ত্রুটির ভিত্তিতে শ্রুতি প্রতিবন্ধীদের দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একটি হলো বধির শিশু এবং অপরটি হলো শ্রবণ ত্রুটিযুক্ত শিশু।*

বধির শিশু: *এদের কথা বলার দক্ষতা বিকাশ সঠিকভাবে হয় না। এদের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ইশারা হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মে এদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা খুবই কঠিন কাজ। আর এ কারণেই এদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা এবং উপকরণ।*

শ্রবণ ত্রুটিযুক্ত শিশু: *এদের ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ লাভ করলেও শোনা এবং বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন শব্দের সম্পর্ক নির্ণয়ের অক্ষমতার ফলে তারা স্বাভাবিক শিশুদের মত মৌখিক যোগাযোগ করতে পারে না। একটি শিশু বা ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বধির হতে পারে। এ*

ধরণের কিছু কারণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিম্নরূপ হতে পারে।

(ক) জন্ম পূর্ব এবং জন্মমুহূর্তের বধিরতা: *গর্ভাবস্থায় মায়ের অসুস্থাতা, বিষাক্ত দ্রব্যের প্রভাব, মাদক দ্রব্য প্রভৃতি কারণে শিশুর শ্রবণ শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রসূতি মায়ের পুষ্টিহীনতাও শ্রবণ শক্তি হারানোর একটি অন্যতম কারণ। অনেক সময় বংশগতজনিত বিভিন্ন কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ত্রুটির ফলে বধিরতা দেখা দেয়।*

(খ) জন্ম পরবর্তী বধিরতা:- *জন্মের পর বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হলে শিশু বধির হতে পারে। এ ধরনের সংক্রামক রোগগুলো হলো- হাম, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, টাইফয়েড, মামস, হপিং কাঁশি ইত্যাদি। এছাড়া মধ্যকর্ণে যে কোন ধরনের ত্রুটি শ্রবণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার কারণে শ্রবণেন্দ্রিয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেমন-*

অসাবধানবশত:- *অন্ত:কর্ণের পর্দায় আঘাত, কানে পানি যাওয়া প্রভৃতি। এছাড়া, শব্দ দূষণ ও উচ্চ শব্দজনিত কারণে পরিবেশকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।*

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:-

শিশুকে বধিরতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিম্নে পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে।

(ক)শিশুকে বধিরতার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য অভিভাবক, পিতা মাতার, এ সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা।

(খ) যথাযথ মেডিকেল চেক আপ এর মাধ্যমে বধিরতা নির্নয় করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

(গ) প্রাথমিক প্রতিবিধান/চিকিৎসা দেয়া। মনোবিজ্ঞানী ঘবযিধৎঃ এরমতে, প্রাথমিক প্রতিবিধান করা হলে শতকরা ৮০ ভাগ শ্রুতি প্রতিবন্ধীদের অবক্ষয়কে রোধ করা সম্ভব।

শ্রুটি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি:-

১৯১১ সালে সর্বপ্রথম নিউজার্সিতে বধির, অন্ধ এবং শিক্ষাগত প্রতিবন্ধীদের আবশ্যিকভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য স্কুল স্থাপন করা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে বধির শিশুদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের ভাষার সীমাবদ্ধতা। বধির শিশুদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাদের শ্রবণগত ত্রুটিকে সারিয়ে তোলা বা নুযনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা। সাধারণত: নিম্নোক্ত পদ্ধতি শ্রবণ বা শ্রুটি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দেয়া সম্ভব-

(১) প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষণ শেখানো।
(২) হাতের দক্ষতায় শিক্ষণ-শেখানো।
(৩) প্রতীক সংকেতের মাধ্যমে শিক্ষাদান করানো।
(৪) ম্যানুয়েল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পন্নকরণ।
(৫) ঈঙ্গিতের মাধ্যমে শিক্ষণ-শেখানো।
(৬) বিশেষ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান।
(৭) বিশেষ টোল বঙ্ ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান। এবং।
(৮) দর্শন ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তার শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পন্নকরণ।

আমাদের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ শ্রবণগতভাবে প্রতিবন্ধী। প্রতিটি বিদ্যালয়েই অনেক শিশু পাওয়া যাবে যারা বধির কিংবা শ্রুতি/শ্রবণ ত্রুটিযুক্ত। ব্যক্তিগত, রাষ্ট্র এবং সমাজের স্বার্থে এসকল শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। প্রতিটি শিশুর মত এদেরও রয়েছে শিক্ষা গ্রহণের মৌলিক অধিকার। বঞ্চনা, অবহেলা,

বর্জন এবং ব্যতিক্রমধর্মী দলের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে এদের ভিতর বিষণ্নতা, অনৈতিকতা, অর্ন্তমুখীতা, অনউপযোজন, বিদ্যালয় হতে পলায়ন, কিশোর অপরাধ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।